Bangladesh, Pakistan and Sri Lanka: A Comparative Anatomy



Mahir A Rahman is a research associate at Bangladesh

Institute of

MAHIR A RAHMAN

OUTH Asia has been one of the fastest growing regions in the modern world, driven mostly by India, Bangladesh, Sri Lanka, and Pakistan. However, Sri Lanka is now facing the worst political and economic crisis since its independence, and Imran Khan has been removed as the prime minister of Pakistan. The turmoil in these countries has led many to question whether Bangladesh, riding high on the wave of economic development, will suffer an impact of these crises. But the trajectory of these countries has differed in important ways, which implies that the challenges of Bangladesh are different. Let me explain how.

One thing that has been of concern is the debt-GDP ratio. Both Sri Lanka and Pakistan's national debt (percent of GDP) has been considerably higher than that of Bangladesh. In 2011, according to the World Development Indicators (WDI), Sri Lanka's national debt was around 70 percent of the country's GDP. In 2021, the figure shot up to above 100 percent as the economic crisis deepened. Pakistan's national debt (percent of GDP) has increased from around 60 percent to 87 percent during the same time period. On the other hand, Bangladesh has significantly lower national debt, hovering around 40 percent of its GDP in 2021. However, countries like the US and Japan have also had persistently high debt-GDP ratios.

There are other concurrent trends that make high debt-GDP ratio a cause for concern. One is the total foreign exchange reserves of a country. While the total reserves of Bangladesh have been increasing steadily over time, the trend for both Sri Lanka and Pakistan has been volatile. In February 2022, Sri Lanka's foreign exchange reserves fell to about USD 2.3 billion. Moreover, Bangladesh's total reservesas percentage of external debt-stood at about 63.7 percent in 2020. The

corresponding figures for Sri Lanka and Pakistan were approximately only 10 percent and 15.9 percent, respectively. Traditionally, foreign exchange reserves have been seen as a source of emergency funds to pay for imports in the event of an economic crisis. Bangladesh's reserves at the moment can pay for nine months' worth of imports, while



for Pakistan and Sri Lanka, the figure is considerably lower, about four months and three months, respectively.

The debt-GDP ratio is problematic when the average interest rate to be paid for the loans of a country falls below its GDP growth rate. Deficit financing shifts the burden of paying off loans from current to future generations. If deficit financing leads to higher growth, purchasing power and standard of living, then this burden is minimised as the future generation's ability to pay increases. Thus, deficit financing coupled with stable growth as well as improvement in other development indicators should not be a cause for too

People shout slogans following a clash between police and protesters near the president's residence during a protest amid the country's economic crisis, in Colombo, Sri Lanka on April 3, 2022.

PHOTO:

percent in 2011, steadily declined, and when the pandemic hit in 2020, its

economy significantly shrank, whereas

positive growth rate (around 3.5 percent

Bangladesh was still able to sustain

in 2020). Pakistan was also steadily

much concern, which is the case for

Bangladesh, but not for Sri Lanka or

steadily attained faster growth rate

Furthermore, Bangladesh's GDP had

(starting from around 6.5 percent in 2011

and increasing to nearly eight percent

in 2019), while Sri Lanka's growth rate,

growing, albeit at a lower rate than Bangladesh, until the pandemic struck and their economy shrank too. The important takeaway is to observe the dynamic trends of the indicators across these three countries. The striking feature of Bangladesh's trajectory is sustained improvement,

trends in Sri Lanka and Pakistan. Next, for one of the proximate factors

while volatility and decline mark the

contributing to the crisis in Sri Lanka, a sudden ban on import of chemical fertilisers and other agrochemicals a year ago to focus on organic-only agriculture decimated the country's agricultural production and led to a soaring inflation driven by food prices. However, the shift to organic farming has been on the cards for some time in the country. What mattered was the sudden nature of the policy, and a failure to understand the farmers' ability to adapt with the changes the policy would entail. Verité Research, a Colombo-based analysis firm, found in a survey that only about 10 percent of Sri Lankan farmers cultivated without chemical fertilisers. These findings imply that such a ban on import of chemical fertilisers, no matter how wellintentioned (such as to alleviate health related concerns and to reduce spending on import to ease pressure on dwindling foreign reserves), were doomed to fail.

My final thoughts on this discussion are these: Bangladesh is in no danger of an imminent crisis like Sri Lanka or Pakistan. The trajectory, and indeed even the starting point of Bangladesh is drastically different. Compared to Bangladesh, Sri Lanka had a historically higher life expectancy, education attainment and also performed better in some other socioeconomic indicators. More importantly, the motivation for and the dynamic developments that lead to new policies are vital, more so in this age of intertwined economies and global trade patterns. Even if policies are targeted towards increasing welfare, one has to keep in mind the dynamics of the economy, the ability of its citizens to adapt, and the international geopolitical climate. So far, Bangladesh has been managing all these well, as shown by the steady performance in major macroeconomic indicators.

An economic and political crisis, I suspect, will be preceded by sustained poor performance in significant areas, and there will be warning signs, such as declining export earnings, unforeseen increase in import spending, fiscal deficit, reduced remittance, etc. It is up to our policymakers, economists and experts from other fields to be able to notice and act on these omens if and when they occur.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ প্রতিষ্ঠান শাখা-২ www.rdcd.gov.bd

75-89,00,0000,089,09,288,22-555



সমবায়ে উল্লয়ন"

১৩ বৈশাখ ১৪২৯ বঞ্চাব্দ তারিখ:

২৬/০৪/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

২০১৯, ২০২০ ও ২০২১ সালের জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক প্রদানের জন্য নিম্নলিখিত পদক সংগ্রহের লক্ষ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুখ্যাতি সম্পন্ন জুয়েলারী/স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যবসায়ী/স্বর্ণকার-এর নিকট থেকে সীলমোহরকৃত খামে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

ক্ষা পদক (খাটি সোনা): ২২ক্যারেট মানের ৩০(ব্রিশ)টি ক্ষা পদক প্রতিটি ১০(দশ) গ্রাম ওজন বিশিষ্ট পদক; প্রতিটির ব্যাস ৪.৫

30

প্রতিটি পদক পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত নমুনা অনুযায়ী শোভন আকারে (কাসকেট) বাজে (নমুনা নিমুস্বাক্ষরকারীর 051 নিকট হতে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে) সরবরাহ করতে হবে।

আগ্রহী প্রতিষ্ঠানকে আগামী ২৩/০৫/২০২২ খ্রিঃ (০৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ বশাব্দ) ভারিখ অপরাফ ১২,০০ ঘটিকার মধ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২০৫ নং কক্ষের সম্মুখে (ভবন নং-৭, তয় তলা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা) রক্ষিত দরপত্র বাক্সে অথবা "পল্লী ভবন" ৫-কাওরান বাজার, বিআরভিবি ঢাকায় রক্ষিত দরপত্র বাজ্যে সীলমোহরকৃত দরপত্র জমা দিতে হবে। ঐ দিনই কেলা ০২.০০ ঘটিকায় উপস্থিত দরদাতাদের সম্মুখে (যদি কেউ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র খোলা হবে। কোন অবস্থাতেই নির্মারিত তারিখ ও সময় এর পর কোন দরপত্র গৃহীত হবে না।

কার্যাদেশ দেয়ার ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে পদকসমূহ সরবরাহ করতে হবে। 100

নির্ধারিত দরদাতাকে কার্যাদেশ পাওয়ার ০৭(সাত) দিনের মধ্যে নমুনা পদক (স্পেসিফিকেশন মোতাবেক) দাখিল করতে হবে এবং 081

অনুমোদিত হলে তার কার্যাদেশ নিমুশ্বাক্ষরকারীর অফিস হতে নিশ্চিত করা হবে। পদকের স্পেসিফিকেশন ও ডিজাইন নিমুস্তাক্ষরকারীর অফিসে রাখা হবে। 150

দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে আবশ্যিকভাবে হালনাগাদ ট্রেড লাইনেন্দ্, ব্যাংক সলভেঙ্গী সাটিফিকেট, আয়কর সনদ, ড্যাট রেজিষ্ট্রেশন সাটিফিকেটসহ 061 যাবতীয় কাগজপত্র ১ম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা দ্বারা সত্যয়শপূর্বক দরপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে।

পদকের গায়ে নমুনা মোভাবেক ডিজাইন করতে হবে এবং পৃথকভাবে "জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক ২০১৯", "জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক 100 ২০২০" ও "জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক ২০২১" খোদাই করে লিখতে হবে। এ ছাড়া পদক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নামান্দিত

প্রত্যেক দরপত্রের সাথে উল্লিখিত উদ্বৃত দরের ৩% ভাগ (ফেরত যোগ্য) আর্নেস্টমানি/পে-অর্ডার অথবা ব্যাংক ড্রাফ্ট-এর আকারে পল্লী 061 উল্লয়ন ও সমবায় বিভাগের অনুকুলে জমা দিতে হবে।

ক্ষা পদকশুলো ২২ ক্যারেট মানের ও প্রতিটি ১০(দশ) গ্রাম ওজনের পদক এ মর্মে সরবরাহকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন দিতে হবে।

পদকসমূহের মান যাচাই করার জন্য বাংলাদেশ পরমাণুশক্তি কেন্দ্রে রাসায়নিক উপায়ে খীটিত্ব ও ওজন পরীক্ষা করা হবে। 501 পরমাণুশক্তি কেন্দ্র, ঢাকায় রাসায়নিক উপায়ে পদকের খাঁটিও পরীকা ও ওজন পরিমাপের জন্য পরমাণুশক্তি কেন্দ্র-কে দেয় ফি এবং প্রয়োজন হলে পুনঃ পরীক্ষার ফি (পরমাণুশক্তি কেন্দ্র কর্তৃক নির্ধারিত) সংখ্লিষ্ট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে বহন করতে হবে {(উল্লেখ্য, পরমাণুশক্তি কেন্দ্র দ্বারা ৩০(ত্রিশ)টি স্বর্ণ পদক পরীক্ষা করানো হবে এবং একটি স্বর্ণ পদক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে পরবর্তীতে

পদক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে এ মর্মে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করে অঞ্চীকার করতে হবে যে, যদি কোন পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন সময় উক্ত পদক বিক্রি করতে চান তাহলে তাকে সে দিনের প্রচলিত বাজার দর মোতাবেক স্বর্ণের মূল্য প্রদান করতে সরবরাহকারী

কোন কারণে কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান যদি নির্ধারিত সময়ের ভেতর পদক সরবরাহ করতে বার্থ হয় বা দেরী করে অথবা পদকের খীটিত পরীক্ষায় ভেজাল প্রমাণিত হয়, তাহলে বিধি মোতাবেক প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে শান্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হবে- যেমন কার্যাদেশ বাতিল, আর্নেন্টমানি বাজেয়াপ্ত করা, প্রতিষ্ঠানটিকে ব্ল্যাকলিন্টকরণ,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান

পদকের সংখ্যা হাস/বৃদ্ধি হতে পারে।

GD-851

\$81 দরপত্র দলিলাদি বিক্রয়কারী অফিসের নাম ও ঠিকানা (পল্পী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, প্রতিষ্ঠান শাখা-২, ভবন নং-৭, কক্ষ নং-২০৫, 201 তয় তলা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, ফোনঃ ২২৩৩৫৪০০৩) এবং বিআরডিবি, পল্লী ভবন্ ৫-কাওরান বাজার, ঢাকা।

দরপত্র দলিল বিক্রির শেষ তারিখ ও সময়: ২২/০৫/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ, সকাল ১.০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৩.০০ ঘটিকা পর্যপ্ত।

দরপত্র সিডিউল বিক্রয় মূল্য ২,০০০/= (দুইহাজার) টাকা। 291

কর্তৃপক্ষ কোন কারণ উল্লেখ ছাড়াই যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। 561





Government of the People's Republic of Bangladesh

Local Government Engineering Department Office of the Upazila Engineer Upazila: Daulatpur, District: Kushtia

Memo No. 46.02.5039.000.14.029.22-422



Date: 25/04/2022

Invitation for Tender (OTM) e-Tender Notice No. 04/2021-2022

e-Tenders are invited for 06 (Six) No. Packages in the National e-GP System Portal (http://www.eprocure.gov.bd) or the procurement

| SL No. | Package No. | Name of works | Tender last selling (date & time | Tender closing (date & time) | Tender opening (date & time) | Tender ID No. |
|-----------|--|---|--|---------------------------------|------------------------------|------------------|
| 1 | e-Tender/PEDP4/KUSH/ DAU/2021-2022/W1.02425 | Const. of Additional Classroom BK Gps, Daulatpur Kushtia Under PEDP4 2H+2V+1V/F4 | 09-May-2022 17:00 | 10-May-2022 17:00 | 10-May-2022 17:00 | 686964 |
| 2 | e-Tender/PEDP4/KUSH/ DAU/2021-2022/W1.02426 | Const. of Additional Classroom Narayan Pur Gps, Daulatpur, Kushtia Under PEDP4 2H+2V+1V/F4 | 09-May-2022 17:00 | 10-May-2022 17:00 | 10-May-2022 17:00 | 686966 |
| 3 | e-Tender/PEDP4/KUSH/ DAU/2021-2022/W1.02427 | Const. of Additional Classroom Nasir Uddin Biswas Narayanpur Gps. Daulatpur, Kushtia Under PEDP4 2H+2V/F4 | 09-May-2022 17:00 | 10-May-2022 17:00 | 10-May-2022 17:00 | 686977 |
| 4 | e-Tender/PEDP4/KUSH/ DAU/2021-2022/W1.02428 | Const. of Additional Classroom Nasir Uddin Biswas Bindipara Gps. Daulatpur, Kushtia Under PEDP4 2H+2V/F4 | 09-May-2022 17:00 | 10-May-2022 17:00 | 10-May-2022 17:00 | 686978 |
| 5 | e-Tender/PEDP4/KUSH/ DAU/2021-2022/W1.02283 | Const. of Additional Classroom Nasir Uddin Biswas Hidoypur Regl Primary School, Daulatpur, Kushtia Under PEDP4 2H+2V/F4 | 09-May-2022 17:00 | 10-May-2022 17:00 | 10-May-2022 17:00 | 687902 |
| 6 | e-Tender/PEDP4/KUSH/ DAU/2021-2022/W1.02284 | Const. of Additional Classroom Nasir Uddin Biswas Protappur Regi Primary School, Daulatpur, Kushtia Under PEDP4 2H+2V/F4 | 09-May-2022 17:00 | 10-May-2022 17:00 | 10-May-2022 17:00 | 687903 |

These are online tender, where only e-Tender will be accepted in the National e-GP Portal and on line copies will be accepted. To submit e-Tender, registration in the National e-GP System Portal (http://www.eprocure.gov.bd) is required. The fees for downloading the e-Tender documents from the National e-GP System Portal have to be deposited online through any registered banks branches up to 10-May-2022 1.00pm. Further information and guidelines are available in the National e-GP System Portal and from e-GP help desk

(helpdesk@eprocure.gov.bd). Interested persons can communicate with the undersigned during the office period.

> Md. Ifthakharuddin Joarder Upazila Engineer Daulatour, Kushtia Email: ue.daulatpur.kus@lged.gov.bd

GD-846